Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Falgun 08, 1432 Bangla, February 21, 2026, Saturday, No. 52, 56th year

H I G H L I G H T S

The great Martyrs' Day & Int'l Mother Language Day are being observed with due dignity & solemnity across country. President Md. Shahabuddin & PM Tarique Rahman paid tribute to language martyrs in first hour of Ekushey. [R. Today: 17]

PM Tarique Rahman says, the spirit of language movement is still relevant today in the struggle to establish democratic values, people's rights & social justice. He urges the new generation to learn from the sacrifices of language martyrs. [Jago FM: 13]

Malaysian PM Anwar Ibrahim has phoned PM Tarique Rahman to congratulate him on assuming office as BD's 11th Prime Minister. Anwar Ibrahim reaffirmed their commitment to further strengthening bilateral relations. [Jago FM: 16]

India has expressed optimism to further strengthen multidimensional relations between Dhaka & New Delhi. After the BNP-led govt came to power, the visa process between the two countries has also started to pick up speed. [Jago FM: 16]

State Minister for Foreign Affairs Shama Obaed has said BD's foreign policy will be based on friendship with all, prioritizing national interests. Int'l relations will be advanced on the basis of mutual respect & equality, not over-dependence on any particular country. [Jago FM: 15]

TIB has expressed deep concern over what it describes as an attempt by road transport, rail & water transport minister Shaikh Rabiul Alam to legitimise a serious criminal offence by characterising roadside extortion as a form of consensual transaction. [Jago FM: 16]

According to Manabadhikar Shongskriti Foundation, 460 people were killed in country through mob violence in 2025. Human rights activists & criminologists say that the interim govt.'s indifference to suppressing 'mob violence' has emboldened criminals. [BBC: 05]

A recently circulated video on social media has sparked widespread discussion, with many believing it was deliberately shared to target Zaima Rahman, daughter of BD's new PM Tarique Rahman. [BBC: 09]

Legal analysts believe that a political crisis has emerged in country following the 13th Parliament oath-taking, where BNP MPs refused a second oath for Constitutional Reform Council, while Jamaat-e-Islami & NCP members took both oaths. [DW: 12]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ফাল্গুন ০৮, বাংলা ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ২১, ২০২৬, শনিবার, নং- ৫২, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালন করা হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান একুশের প্রথম প্রহরে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। [রে: টুডে: ১৭]

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের চেতনা আজও প্রাসঙ্গিক। নতুন প্রজন্মকে ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। [জাগো নিউজ: ১৩]

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে টেলিফোনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। টেলিফোনে আলাপকালে বাংলাদেশের সঙ্গে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করবেন বলে জানান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। [জাগো নিউজ: ১৬]

ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যকার বহুমাত্রিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে ভারত। বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর দুই দেশের ভিসা কার্যক্রমেও গতি ফিরতে শুরু করেছে। [জাগো নিউজ: ১৬]

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ বলেছেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হবে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের ভিত্তিতে। কোনো বিশেষ দেশের প্রতি অতি-নির্ভরশীলতা নয়, বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়া হবে। [জাগো নিউজ: ১৫]

সড়কে চাঁদাবাজিকে সমঝোতার ভিত্তিতে লেনদেন হিসেবে উল্লেখ করে সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী একটি ঘোরতর অপরাধকে বৈধতা দেওয়ার অজুহাত খুঁজেছেন। এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। [জাগো নিউজ: ১৬]

মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, কেবল ২০২৫ সালেই বাংলাদেশে ৪৬০ জনকে মব জাস্টিস এবং ম্যাস বিটিং এর মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। মানবাধিকার কর্মী এবং অপরাধ বিজ্ঞানীরা বলছেন, 'মব ভায়োলেন্স' দমনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্লিপ্ততা অপরাধীদের উৎসাহ জুগিয়েছে। [বিবিসি: ০৫]

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া একটি ভিডিও বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে, যা বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মেয়ে জাইমা রহমানকে টার্গেট করে ছাড়া হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। [বিবিসি: ০৯]

সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের দিন থেকেই দেশে একটি রাজনৈতিক সংকটের শুরু হয়েছে বলে মনে করছেন আইন বিশ্লেষকেরা। জামায়াত ও এনসিপির সংসদ সদস্যরা সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে শপথ নিলেও, বিএনপির সংসদ সদস্যরা তা করেননি। [ডয়চে ভেলে: ১২]

বিবিসি

'চাঁদা' নয় 'সমঝোতা'- সড়কমন্ত্রীর বক্তব্য কী বার্তা দিচ্ছে?

"সাতক্ষীরা থেকে ঢাকা মাল নিয়ে যাতি আড়াইশ কিলোমিটার রাস্তায় ছয় জায়গায় টাকা দিতি হয়। ঘাট দিয়ে গেলি লাইন আগে-পিছে করতি টাকা লাগে। নালি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়ায় থাকো। ঢাকায় ঢুকার আগেও টাকা লাগে।„ এভাবেই নিজের অভিজ্ঞতা বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ট্রাক চালক মোসলেহ উদ্দীন। এটা যে শুধু একজন চালকের বা কোনো ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতা, তেমন নয় বিষয়টা। দেশের অন্যান্য সড়কেও বিভিন্ন হারে চাঁদা দিতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। কোথাও শ্রমিক সংগঠনের নামে, আবার কোথাও মালিক সংগঠন বা অন্য কোনো নামে টাকা আদায়ের অভিযোগ চলছে বছরের পর বছর ধরে। যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রেও জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের একটি নির্দিষ্ট ফি দেওয়া এক প্রকার অলিখিত নিয়ম, যেটি আদায় করা হয় শ্রমিক উন্নয়নের নামে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধেও সড়কে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ তুলেছেন এই খাতের কেউ কেউ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যাত্রীবাহী পরিবহণের একজন মালিক বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "রোড ট্যাক্সসহ যাবতীয় ফি দেওয়ার পরও রাস্তায় গাড়ি চালাতে গেলে এই টাকা দেওয়াই লাগে, না হলে চালাতে পারবেন না, টিকে থাকতে হলে সংগঠনের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।„ সড়কে চাঁদাবাজি বাংলাদেশে নতুন নয়। এ নিয়ে নানা সমালোচনা, প্রতিবাদ থাকলেও প্রতিকার নেই। বরং দিনে দিনে এটি 'মিউচুয়াল আন্ডারস্টান্ডিং' হিসেবে স্থায়ী রূপ লাভ করেছে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকরা।

সম্প্রতি পরিবহণ সেক্টরের চাঁদাবাজি নিয়ে দেওয়া একটি বক্তব্যে সমালোচনার মুখে পড়েছেন বাংলাদেশের নতুন সরকারের সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। "সমঝোতার ভিত্তিতে কিছু টাকা তুললে, সেটি চাঁদাবাজি নয়, বরং বাধ্য করলে সেটি চাঁদা„- সরকারের দায়িত্বশীল একজন মন্ত্রীর এমন বক্তব্য এই অপরাধকে বৈধতা দেওয়ার শামিল বলেই মনে করেন অনেকে। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন, এই বক্তব্য দেওয়ার সময় যাত্রী বা ভোক্তাদের ওপর চাঁদার 'চেইন রিঅ্যাকশন'-এর কথা বিবেচনায় রাখেননি সড়ক মন্ত্রী। কারণ পণ্য কিংবা যাত্রী যে-কোনো ক্ষেত্রেই চাঁদার অর্থ মূলত শোধ করতে হয় ভোক্তাকেই। এছাড়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে টাকা তোলাকে শ্রমিক উন্নয়নের লেবাস দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলেও মনে করেন তারা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী যখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নানা বক্তব্য দিচ্ছেন, তখন তারই মন্ত্রিপরিষদের একজনের চাঁদাবাজি নিয়ে এমন বক্তব্য সাংঘর্ষিক।

কোনটা চাঁদাবাজি

দায়িত্ব গ্রহণের পর বৃহস্পতিবার বিকেলে সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। এসময় রেল ও নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের দুই প্রতিমন্ত্রীও তার সঙ্গে ছিলেন। যেখানে পরিবহণ সেক্টরের চাঁদাবাজি নিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে মি. আলম বলেন, সড়ক পরিবহণে যেটাকে চাঁদা বলা হয়, সেটিকে তিনি চাঁদা হিসেবে দেখছেন না। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, মালিক ও শ্রমিক সংগঠন বা সমিতিগুলো নিজেদের কল্যাণে সমঝোতার ভিত্তিতে কিছু টাকা তোলেন। এটি তাদের জন্য অনেকটা অলিখিত বিধির মতো। ওই টাকা আবার তাদের নিজেদের কল্যাণেই ব্যয় করা হয় বলেও জানান মন্ত্রী। তিনি উল্লেখ করেন, চাঁদা ওইটাকে বলা যায়, যা কেউ দিতে চায় না বা তাকে বাধ্য করা হচ্ছে। উদাহরণ দিয়ে মি. আলম বলেন, "মালিক সমিতি নির্দিষ্ট হারে টাকা তোলে, মালিকদের কল্যাণে ব্যবহার করতে চায়। কতটুকু ব্যবহার হয়, তা জানি না, সেটা নিয়ে বিতর্ক আছে।„ "সমঝোতার ভিত্তিতে তারা এটা করে, সেখানে যে মালিক বা দল ক্ষমতায় থাকে, তারা প্রাধান্য পায়। এটা চাঁদা আকারে দেখার সুযোগ হচ্ছে না, কারণ তারা সমঝোতার ভিত্তিতে করছে। তবে চাঁদাবাজি যদি কেউ করতে আসে, সেই সুযোগ নেই,„ বলেন তিনি। মি. আলম বলেন, সড়ক পরিবহণ খাতে 'পারস্পরিক বোঝাপড়ার' মাধ্যমে টাকা আদায় করা হলে তাকে চাঁদাবাজি হিসেবে বর্ণনা করা যাবে না। "মালিকরা যদিও সমঝোতার ভিত্তিতে করে আমরা কথা বলে দেখবো কেউ ডিপ্রাইভড বা বঞ্চিত হচ্ছে কি না এবং সেই অর্থের অপব্যবহার হচ্ছে কি না, সেটাও আমরা দেখবো,„ উল্লেখ করেন তিনি।

সরকারের অবস্থানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক

সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রীর এই বক্তব্য নিয়ে সমালোচনা চলছে বিভিন্ন মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দুর্নীতিবিরোধী বক্তব্যের বিপরীতে তার মন্ত্রিপরিষদের একজন সদস্যের এমন বক্তব্য সাংঘর্ষিক কি না, এমন প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বিবিসি বাংলাকে বলছেন, একদিকে প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতিবিরোধী জোরালো অবস্থানের কথা বলছেন, অন্যদিকে একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী চাঁদাবাজিকে সরলীকরণ করছেন। তিনি বলছেন, পরিবহণ সেক্টরের চাঁদাবাজ সিন্ডিকেটের প্রভাব বহুমাত্রিক। এর সঙ্গে পণ্যের দাম, ভোক্তার বিষয় যেমন জড়িত, তেমনি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর স্বচ্ছতা এবং সড়ক দুর্ঘটনার সময় আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সক্ষমতার বিষয়টিও যুক্ত। "যেভাবেই আপনি চাঁদাবাজিকে নরমালাইজ করতে চান এর পক্ষে সাফাই দেন, আদতে এই দুর্নীতির বোঝা জনগণের ওপর গিয়েই পড়ে। বক্তব্য দেওয়ার সময় মন্ত্রী অন্য

স্টেকহোল্ডারদের কথা বিবেচনায় নেননি,„ বলেই মনে করেন মি. ইফতেখারুজ্জামান। এছাড়া, সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যদিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেটি ক্ষমতাসীন দলের সংস্কার ও নিজেদের শুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তাকেই আবারও সামনে এনেছে বলেও মনে করেন তিনি।

নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের উদাহরণ টেনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলছেন, পরিবহণ সেক্টরের নানা অনিয়মের কারণেই ২০১৮ সালে আন্দোলনে নেমেছিল শিক্ষার্থীরা, যার রেশ ২০২৪-এর জুলাই অভ্যুত্থানেও ছিল। সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যে বার্তা দিতে চাইছেন, তার সঙ্গে মন্ত্রীর বক্তব্য সাংঘর্ষিক বলেও উল্লেখ করে মি. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, "প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছেন, তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তারই একজন মন্ত্রীর বক্তব্য সরকারের অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।„ শাসক দলের নির্বাচনি ইশতেহার যে ফাঁকা বুলি নয়, তার প্রমাণ তাদেরকেই রাখতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

চাঁদার বৈধতা দেওয়া হচ্ছে?

টার্মিনাল কর্তৃপক্ষের ফি, কাউন্টারের ব্যয়, পরিবহণের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীদের বেতন, শ্রমিক কল্যাণ তহবিল, মসজিদের খরচসহ নানান খাত দেখিয়ে পরিবহণ খাতে প্রতিদিন বিপুল অঙ্কের চাঁদা তোলার অভিযোগ রয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় করা একটি সরকারি তদন্ত অনুসারে, কেবল ঢাকা শহরেই ৫৩টি পরিবহণ টার্মিনাল এবং স্ট্যান্ড থেকে প্রতিদিন প্রায় আড়াই কোটি টাকা চাঁদাবাজি করা হয়, যা প্রতি মাসে প্রায় ৬৭ কোটি টাকা এবং কখনও কখনও ৮০ কোটি টাকা পর্যন্ত পৌঁছায়। পরিবহণ খাতে চাঁদা আদায়কে সমঝোতা বা অলিখিত বিধি হিসেবে বর্ণনা করার মাধ্যমে অনিয়মকে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন অনেকে। মন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি সমালোচনা চলছে সামাজিক মাধ্যমেও। এই টাকা সাধারণ শ্রমিক-চালকদের জন্য নাকি কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যয় হচ্ছে, সেটি জনগণের সামনে তুলে ধরারও আহ্বান জানিয়েছেন কেউ কেউ। সমঝোতার ভিত্তিতেই হোক আর যেভাবেই বলা হোক না কেন, সড়কে এভাবে চাঁদা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে মনে করেন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ এবং বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক মো. হাদিউজ্জামান।

এই বিশেষজ্ঞ বলছেন, "সড়ক ব্যবহারের জন্য মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছে, টোল প্লাজায় টোল দিচ্ছে, যা সরকার পাচ্ছে। তাহলে সড়কে দাঁড়িয়ে আলাদাভাবে কেন টাকা নেওয়া হবে?„ "একদিকে সাধারণ মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছে, অন্যদিকে সড়কে যে চাঁদা নেওয়া হচ্ছে, সেটিও যাত্রী বা ভোক্তাদের কাছ থেকেই বাড়তি ভাড়া বা পণ্যের বাড়তি মূল্য দিয়ে তুলে নেওয়া হচ্ছে, এটি তো হতে পারে না,„ বলেন তিনি। এছাড়া অলিখিত অর্থের হিসাব সামনে আনা হয় না বলে এর আয়-ব্যয়ের বিষয়েও কারো ধারণা থাকে না। কাজেই এই অর্থ কোথায়, কীভাবে ব্যয় হচ্ছে, তার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। মি. হাদিউজ্জামান বলছেন, "টার্মিনাল থেকে শুরু করে সড়ক, ফেরিঘাটসহ নানা জায়গায় নানা নামে চাঁদা তোলা হচ্ছে কিন্তু এর কোনো হিসাব নাই।„ এক্ষেত্রে শ্রমিক বা মালিকদের কল্যাণের জন্য আলাদা ফান্ড তৈরির প্রয়োজন হলে সরকারের সেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে মনে করেন এই বিশেষজ্ঞ। তিনি বলছেন, "পরিবহণ মালিকরা রোড ট্যাক্স দিচ্ছেন। প্রয়োজন হলে ওই ট্যাক্সের সাথে এই কল্যাণ ফান্ডের টাকা যুক্ত করেন, তা হলে তো সরকারের আয় হয়, সঠিক মানুষ সহায়তা পায় আবার আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছ হিসাবও থাকবে।„

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

শিক্ষামন্ত্রী এহসানুল হক মিলনকে ঘিরে এত আলোচনা যে কারণে

বাংলাদেশের সদ্য সমাপ্ত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চাঁদপুরের একটি আসন থেকে জয়ী হন বিএনপি নেতা আ ন ম এহসানুল হক মিলন। নির্বাচনে জয়ের পর বিএনপি যে সরকার গঠন করেছে, সেখানে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। মি. মিলন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পরই বিএনপি মন্ত্রিসভা গঠন ঘিরে যখন কৌতূহল তৈরি হয়, তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা গিয়েছিল এক ধরনের আলোচনা। তখন অনেককেই বলতে দেখা গেছে, বিএনপির নতুন মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পেতে পারেন সাবেক এই শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। শেষ পর্যন্ত সেই ধারণাই সঠিক হয়েছে। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় প্রায় ২৫ বছর পর একই মন্ত্রণালয়ের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীর দায়িত্ব পান তিনি। একইসঙ্গে তাকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০০১ সালে প্রয়াত খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার দুই তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয়লাভের পর মি. মিলনকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দায়িত্ব নেওয়ার পর মি. মিলনের ব্যাপক কর্মতৎপরতা দেশে নানা আলোচনা তৈরি করেছিল। একদিকে তিনি যেমন পরীক্ষায় নকল রোধে নানা কৌশল নিয়েছিলেন, তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফেরাতে নানা উদ্যোগও নিয়েছিলেন। সে সময় তার এই পদক্ষেপের কারণে তখনকার বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় পাশের হারও কমে গিয়েছিল অনেক। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পাবলিক পরীক্ষায় নকল বিরোধী অতীত তৎপরতার কারণেই মি. মিলনকে ঘিরে এবারও ব্যাপক আলোচনা হয়। তবে, হেলিকপ্টারে চড়ে নকল ধরা কিংবা সে সময়ের তার কিছু কিছু কর্মকাণ্ডের সমালোচনাও তৈরি হয়েছিল। নতুন করে পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পরই

বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মি. মিলন। এসময় অতীত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "নকল ও প্রশ্নফাঁস আর ফিরে আসবে না। অতীতে দায়িত্ব পালনকালে নকল ও প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল; নকল ও প্রশ্নফাঁস আর ফিরে আসবে না বলে আমার বিশ্বাস।„ এছাড়াও শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে তিনি আরো কিছু পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন। এবার একই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ঢাকা-১৩ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ববি হাজ্জাজ।

শিক্ষামন্ত্রীকে নিয়ে এত আলোচনা কেন?

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চাঁদপুর-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন। হফলনামার তথ্য অনুযায়ী, তার জন্ম ১৯৫৭ সালের ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন তিনি। হলফনামায় তিনি জানিয়েছেন, আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব থাকলেও, সেটি তিনি পরিত্যাগ করেছেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন, তার বিরুদ্ধে মোট ৩২টি মামলার মধ্যে ১৩টি মামলা এখনো বিচারাধীন আর ১৯টি মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন তিনি। এর আগে, একই আসন থেকে ২০০১ সালে তিনি নির্বাচিত হওয়ার পর খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত হয় চারদলীয় ঐক্যজোট সরকার। সেই সরকারের আমলে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ওসমান ফারুককে। আর একই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন এহসানুল হক মিলন। দায়িত্ব নেওয়ার কিছুদিনের মাথায় তিনি বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তখন তিনি এসএসসি, এইচএসসিসহ বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার সময় দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়াতেন। অনেকটা গোপনে হঠাৎ করেই ছুটে যেতেন পরীক্ষার হলে। কখনও কখনও পরীক্ষার হলে ঢুকে নিজ হাতে নকল ধরতেন। সেই সময় পরীক্ষায় নকলের বিষয়টি নেতিবাচকভাবে আলোচনায় চলে আসার কারণে তিনি এই কৌশল নিয়েছিলেন বলেই মনে করেন অনেকে। তখন এক কেন্দ্র থেকে আরেক কেন্দ্রে দ্রুত পৌঁছাতে তিনি নিজের অর্থে ভাড়া করা হেলিকপ্টারও ব্যবহার করতেন। যে কারণে অনেকে মজা করে তার নাম দিয়েছিলেন 'হেলিকপ্টার মিলন'। নকল বন্ধে মি. মিলনের এই উদ্যোগের কারণে পরীক্ষায় পাশের হার হঠাৎই অনেক কমে এসেছিল।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোর খবরে বলা হয়েছে, ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় গড় পাশের হার দাঁড়িয়েছিল ৪৪ শতাংশের কিছু বেশি। মঙ্গলবার মি. মিলন শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর অনেককেই ফেসবুকে বিভিন্ন রকম কৌতুকপূর্ণ স্ট্যাটাস দিতে দেখা গেছে। যেমন শোয়াইব রহমান নামে একজন লিখেছেন, "বাচ্চারা পড়তে বসো, এখন আবার শিক্ষামন্ত্রী এহসানুল হক মিলন।„ কেউ কেউ আবার লিখেছেন, "শিক্ষামন্ত্রী এখন মিলন স্যার, পড়াশোনায় মন দেও বাচ্চারা, অটো পাশের দিন কিন্তু একেবারেই শেষ।„ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ ভবনে সংসদ সদস্য পদে শপথ গ্রহণের সময় ভিড় ঠেলে সংসদে পৌঁছাতে কিছুটা দেরি হয় তার। পরে তড়িঘড়ি করে তাকে সংসদের টানেল দিয়ে ঢোকার সময় একটি লোহার ব্যারিকেড থেকে লাফ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। বুধবার সংবাদ সম্মেলনে সেই প্রসঙ্গ তুলে সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন এবার শিক্ষাখাতে এ রকম কিছু হবে কি না। এমন প্রশ্নে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "হ্যাঁ, আমাদের এডুকেশন সেক্টরে শুধু হাইজাম্প না, পোল ভল্ট জাম্প দিতে হবে, এটাই আমি বিশ্বাস করি।„

শিক্ষায় আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত

শপথ নেওয়ার পরদিনই বুধবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন ও প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। এসময় শিক্ষামন্ত্রী মি. মিলন বলেন, "শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও বিশ্বমানের করতে সমন্বিত সংস্কার উদ্যোগ নেওয়া হবে। কারিকুলাম পর্যালোচনা করা হবে, ডিজিটাল লিটারেসি ও ইংরেজি দক্ষতায় গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী ন্যানো টেকনোলজি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিক্স শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, "আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ লেখাপড়া শেষে কর্মসংস্থান, তার আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সাজানো হবে।„ সময়োপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, "ব্যাকডেটেড শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এগোনো যাবে না। বিশ্ব এখন গ্লোবাল ভিলেজ-আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর, প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা ও আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক কারিকুলাম প্রণয়নে কাজ করা হবে।„ এই সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চান সাংবাদিকরা। জবাবে মি. মিলন বলেন, "অতীতে কে-কী করেছে, তার জবাবদিহি আমরা দেবো না। তবে আমাদের বিগত সরকারের সময়ে দুর্নীতি হয়নি এবং এবারও হবে না।„

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

'মব ভায়োলেন্স' বন্ধ করতে পারবে নতুন সরকার?

বাংলাদেশে নবনির্বাচিত বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদ তার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েই ঘোষণা দিয়েছেন যে, 'মব কালচারের দিন শেষ'। কিন্তু দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা ঠেকানো সরকারের জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে, এই প্রশ্ন সামনে আসছে। মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, এ ধরনের প্রশ্ন উঠছে। কারণ অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে প্রায়

পুরোটা সময় জুড়েই আলোচনায় ছিল 'মব ভায়োলেন্স' বা 'দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা' সৃষ্টির নানা ঘটনা। এর বিরুদ্ধে সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও নানা আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। মব তৈরি করে কখনও নিরপরাধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা, চাঁদাবাজি যেমন হয়েছে, তেমনি মারপিট করা হয়েছে ভিন্ন মতের রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের। এমনকি দলবদ্ধভাবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়ে আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। ২০২৫ সালে মব ভায়োলেন্স 'ডমিনেন্ট অ্যান্ড ডেডলি ট্রেন্ড বা প্রকট এবং প্রাণঘাতী ট্রেন্ড' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল বলে মনে করে অনেক মানবাধিকার সংগঠন। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, কেবল ২০২৫ সালেই বাংলাদেশে ৪৬০ জনকে মব জাস্টিস এবং ম্যাস বিটিং এর মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। মানবাধিকার কর্মী এবং অপরাধ বিজ্ঞানীরা বলছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভেঙে পড়া আত্মবিশ্বাস এবং 'মব ভায়োলেন্স' দমনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্লিপ্ততা অপরাধীদের উৎসাহ জুগিয়েছে। দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে সংগঠিত একের পর এক অপরাধের ঘটনা ঘটলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চুপ থেকেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

উল্টো তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার `মব ভায়োলেন্স বলতে কোনো কিছু নেই, এমন বক্তব্য নানা আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল। এমন প্রেক্ষাপটে দায়িত্ব নেওয়ার পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলাতে নতুন সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা রয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বিশেষ করে, দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা ঠেকানো বিএনপি সরকারের জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে, এই প্রশ্ন সামনে আসছে। সরকারের জন্য পরিস্থিতি সামলানো "চ্যালেঞ্জিং হবে, তবে অসম্ভব নয়„ বলে মনে করেন মানবাধিকার সংগঠক নূর খান লিটন। তিনি বলছেন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা সম্ভব। তবে বিচারের নামে কেবল ভিন্ন মত দমন, নিজ দলের সমর্থকদের সব দোষ মাফ কিংবা দলবদ্ধভাবে ভিন্ন মতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পুরোনো সংস্কৃতি চলতে থাকলে কোনো লাভ হবে না বলে মনে করেন সমাজ ও অপরাধ বিশ্লেষক ড. তৌহিদুল হক।

কেন বেড়েছিল 'মব ভায়োলেন্স'

বাংলাদেশে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক স্বার্থে 'মব ভায়োলেন্স' বা 'দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলার' ঘটনা নতুন নয়। অতীতেও ন্যায্য বা অন্যায্য দাবি আদায় কিংবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হয়েছে এটি। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে মব জাস্টিস এবং ম্যাস বিটিংয়ে ২১৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে মৃত্যু হয় ১২৮ জনের। আর আইন ও সালিশ কেন্দ্রের ২০২৫ সালের হিসেবে দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় দুইশো। 'মব ভায়োলেন্স' কেন এভাবে বৃদ্ধি পেল? এমন প্রশ্নের জবাবে দেশের বিশেষ পরিস্থিতি এবং বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের নির্লিপ্ততাকে দায়ী করেছেন বিশ্লেষকরা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক, গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা থেকে স্বৈরাচারের দোসর কিংবা এ ধরনের 'তকমা' দিয়ে মব ভায়োলেন্স বা দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মনে করে মানবাধিকার সংগঠনগুলো। 'তৌহিদী জনতা' বা এ ধরনের ব্যানারে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু মব সৃষ্টির ঘটনাও ঘটেছে। ব্যক্তির ওপর হামলার পাশাপাশি মাজার কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও হামলা হয়েছে। অনেক সময় যেখানে কট্টরপন্থি ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠীকে সমর্থন দিতেও দেখা গেছে। দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে সংগঠিত একের পর এক অপরাধের পরও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর "মব ভায়োলেন্স বলতে কোনো কিছু নেই„ এমন বক্তব্য নিয়ে নানা সমালোচনা হয়েছে।

এছাড়া সরকারের দায়িত্বশীলদের কারো করো মধ্যে দলবদ্ধ অপরাধকে কিছু ক্ষেত্রে 'রাজনৈতিক বৈধতা' দেওয়ার চেষ্টা ছিল, যা এই ধরনের অপরাধ বৃদ্ধির কারণ বলে মনে করেন বিশ্লেষকদের অনেকে। মানবাধিকার কর্মী নূর খান লিটন বলছেন, একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েছিল, এটা যেমন ঠিক তেমনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বিভিন্ন পক্ষের সামনে সরকারের নমনীয়তা অপরাধীদের সুযোগ করে দিয়েছিল। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, "দৃশ্যমান মব ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে গত সরকারের যথেষ্ট ঘাটতি ছিল, যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। এর পেছনে এটার প্রেক্ষাপটটাও আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে।„ এছাড়া একটি পক্ষ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল বলেও মনে করেন মি. লিটন।

এই অপরাধ কী থামবে?

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ১৬ ফেব্রুয়ারি রংপুরের পীরগঞ্জে সিলযুক্ত ব্যালট উদ্ধারের ঘটনায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে দলবদ্ধভাবে হেনস্তা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ এটি বলা যায় যে, দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলার উদাহরণ সঙ্গী করেই, পটপরিবর্তনের দেড় বছর পর বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করেছে রাজনৈতিক সরকার। এসব কারণে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনীতির চাকা সচল করার পাশাপাশি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা এই সরকারের মূল চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হচ্ছে। দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। যেখানে 'মব কালচার' পুরোপুরি বন্ধ করার ঘোষণাও দিয়েছেন তিনি। বুধবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রথম কর্মদিবসে মি. আহমদ বলেন, "মব কালচার শেষ। দাবি

আদায়ের নামে মব কালচার করা যাবে না। তবে যৌক্তিক দাবি আদায়ের জন্য মিছিল ও সমাবেশ করা যাবে, স্মারকলিপিও দেওয়া যাবে।„ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন মানবাধিকার কর্মী এবং অপরাধ বিশ্লেষকরা। তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে নতুন সরকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলাতে কতটা নিরপেক্ষ থাকতে পারবে, সে সন্দেহ রয়েছে অনেকের। মানবাধিকার কর্মী নূর খান লিটন বলছেন, মব সহিংসতার পরিবেশ স্বাভাবিক হওয়া নির্ভর করছে সরকারের সদিচ্ছা এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা- এই দুটি বিষয়ের ওপর। বিবিসি বাংলাকে মি. লিটন বলছেন, "নির্বাচনের মধ্যদিয়ে এখন রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতা নিয়েছেন। অতীতে এই ধরনের সরকারের সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে।„ তবে বিচারের ক্ষেত্রে দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের কারণে সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে যেন প্রশ্ন না ওঠে, এমন কথাও বলছেন বিশ্লেষকরা। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইউনূস সরকারের শেষ সময়ের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে এখনো বিতর্ক কেন?

"আপনার মেয়াদ শুরুর এই সময়ে আমি আশা করি, আমাদের পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সম্পর্কের দারুণ গতি ধরে রাখতে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। এই চুক্তিতে আমাদের উভয় দেশের কৃষক ও শ্রমিকেরা সুবিধা পাবেন।„ প্রধানমন্ত্রী পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখা চিঠিতে এই কথা উল্লেখ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। অ্যাগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড নামে এই চুক্তি বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের আগে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শেষ সময়ে স্বাক্ষর হওয়ায় পর এটা নিয়ে নানা সমালোচনা দেখা যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচনের কয়েকদিন আগে এই চুক্তি স্বাক্ষর কেন করতে হলো? যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছিল নয় মাস ধরে। কিন্তু গোপনীয়তার শর্তের কারণে তখন এর বিস্তারিত প্রকাশ করেনি কোনো পক্ষ। এখন চুক্তি প্রকাশ হওয়ার পর, বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের অনেকেই বলছেন, এই চুক্তির পুনর্মূল্যায়ন হওয়া দরকার। চুক্তির খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে নজর দিয়ে এটাও বলা হচ্ছে যে, চুক্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষিত হয়নি, বরং প্রাধান্য পেয়েছে আমেরিকার ইচ্ছা। ফলে অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ বলছেন, বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারের উচিত চুক্তি পরীক্ষা করে দেখা। গত বছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালের ২ এপ্রিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর বিভিন্ন হারে রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বা পাল্টা শুল্ক আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র, যেটা বিশ্ব অর্থনীতিতে এক ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল।

বাংলাদেশের উপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করা হয় ৩৫ শতাংশ। সে সময় বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে শুল্ক প্রত্যাহার বা কমানোর অনুরোধ করে। পরে সেই শুল্ক হার কমিয়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। তবে শুল্ক নিয়ে চূড়ান্ত মতে পৌঁছাতে দুই দেশের মধ্যে আলোচনাও চলতে থাকে। গত নয় মাস ধরে বিভিন্ন বৈঠক ও ধারাবাহিক আলোচনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দরকষাকষি শেষে উভয়পক্ষ 'অ্যাগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড' নামে এই বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। নতুন চুক্তির পর বাংলাদেশের উপর মার্কিন পাল্টা শুল্ক এখন ১৯ শতাংশ। চুক্তিতে উভয় দেশের বিভিন্ন পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের নেগোসিয়েশনে 'দুর্বলতা' দেখতে পেয়েছেন অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিশ্লেষকরা।

বাণিজ্য চুক্তি কার পক্ষে গেলো?

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদার। দুই দেশের বাণিজ্য ৮০০ কোটি ডলারের। তবে বাংলাদেশ সেখানে রপ্তানি বেশি করে, আমদানি কম করে। ডলারের হিসেবে দেখলে বাংলাদেশ সেখানে বছরে রপ্তানি করে প্রায় ৬০০ কোটি ডলারের পণ্য। বিপরীতে আমদানি করে ২০০ কোটি ডলারের পণ্য। অর্থাৎ আমেরিকা ৪০০ কোটি ডলারের পণ্য বাংলাদেশ থেকে বেশি কেনে। ফলে দেশটি এখন বলছে, বাংলাদেশকে কেনাকাটা বাড়াতে হবে। তারা শাস্তিমূলক শুল্কও আরোপ করে। আর এই সবকিছু নিয়ে একটা সমাধানে আসতেই দুই দেশের চুক্তি। এভাবে চাপ দিয়ে আমেরিকা ১০০টিরও বেশি দেশের সঙ্গে চুক্তিতে গিয়েছে বা যাচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে চুক্তিতে বাংলাদেশের চেয়ে আমেরিকা বেশি লাভবান হয়েছে, এমন মত দিচ্ছেন সেন্টার ফল পলিসি ডায়ালগ- সিপিডির ডিস্টিংগুইশড ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, এই চুক্তি আমেরিকার পক্ষে গেছে। "চুক্তিতে অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। তারা কী করবে, আমরা কী করবো- এই বিষয়গুলোতে যে চারগুণ বেশি আমাদের বাধ্যতামূলকভাবে করার ক্লজগুলো আছে, সেখান থেকেও বোঝা যায় (আমেরিকার প্রাধান্য)। আর সাধারণভাবেও এটার যে সাবস্টান্স সেখান থেকেও বোঝা যায় যে, এটা তাদের পক্ষে গেছে।„ তাহলে এই চুক্তি থেকে বাংলাদেশ কী অর্জন করলো? এমন প্রশ্নে তৈরি পোশাক খাতের কথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের অধ্যাপক আবু হেনা রেজা হাসান। তবে একইসঙ্গে তিনি বলেন, এই চুক্তির পেছনে সরকার মূলত রাজনীতির দিকে বেশি অর্জন করতে চেয়েছে বলে তার কাছে মনে হয়েছে। "আমি যদি বলি বাংলাদেশ এখানে যেটা অর্জন করতে চেয়েছে, সেটা হলো, আমেরিকান পলিটিক্যাল ফেইভার (রাজনৈতিক অনুগ্রহ)। ইকোনমিক ফেইভার চেয়ে পলিটিক্যাল

ফেইভার। আমরা পলিটিক্যালি তোমাদের (আমেরিকা) সঙ্গে অ্যালাইনড। সুতরাং আমাদেরকে রক্ষা করো. আর গার্মেন্টসকে রক্ষা করো। এটাই ছিল বাংলাদেশের মেইন বেনিফিট।„ "অন্যদিকে আমেরিকা পলিটিক্যাল বেনিফিটের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ইকোনমিক বেনিফিটও নিশ্চিত করে নিয়েছে,„ বলেন অধ্যাপক আবু হেনা রেজা হাসান।

চুক্তির কোন বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন?

চুক্তির শেষ দিকে সেকশন ছয় এ কমার্সিয়াল কনসিডারেশন নামে মূলত কিছু কেনাকাটার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ যে আমেরিকা থেকে কম আমদানি করছে, সেটা পুষিয়ে নিতে বাংলাদেশ কী কী কেনাকাটা ভবিষ্যতে বাড়াবে সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে:

১. বাংলাদেশ আমেরিকা থেকে বোয়িং উড়োজাহাজ কিনবে ১৪টি।

২. ১৫ বছরে জ্বালানি কিনবে ১৫শো কোটি ডলারের।

৩. বছরে কৃষিপণ্য আমদানি করবে সাড়ে তিনশো কোটি ডলারের।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এতসব কেনাকাটা শুধু ক্রয় বাড়ানোর জন্যই করা হচ্ছে, নাকি এগুলোর চাহিদা আছে? আবার চাহিদা যাচাই না করেই এসব কেনা হলে, সেটার অর্থনৈতিক ক্ষতিটা হবে বাংলাদেশেরই। "এই যে এয়ারক্রাফটগুলো, এগুলোর কি বাংলাদেশের দরকার আছে? আমরা যেগুলো কিনছি, সেগুলো কী ধরনের এয়ারক্রাফট আমরা জানি না। শুধু বলা হচ্ছে, ১৪টা কিনবো। এগুলো নিয়ে এসে আমরা কি আমাদের এয়ারলাইন্সটাকে লসের দিকে ঠেলে দিচ্ছি? এগুলোও কিন্তু ভাবতে হবে,„ বলেন আবু হেনা রেজা হাসান। অন্যদিকে এভাবে সংখ্যা বা অঙ্ক ধরে কেনার কথা বলায় ঝুঁকি দেখতে পান সিপিডির ডিস্টিংগুইশড ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান। "এগুলো একবারে কংক্রিট নাম্বার দিয়ে বলা হয়েছে। আবার পরে কোনো সময় যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন এসব ক্রয় পেছানো দুষ্কর হয়ে যাবে। তখন পেছাতে গেলেই বলবে যে, তাহলে আবার পাল্টা শুল্ক যেটা প্রথমে দেওয়া হয়েছিল ৩৭ শতাংশ, সেখানে নিয়ে যাবো।„ এছাড়া, নেগোসিয়েশনে আরেকটি দুর্বলতা তারা উল্লেখ করেছেন যে, বিমান কিংবা গমের মতো আমদানিগুলো সরকারিভাবে করা হলেও অন্যান্য কৃষিপণ্য, তুলা, তেল এসব আমদানি হবে বেসরকারিভাবে। অর্থাৎ এগুলো আমদানি করবে বেসরকারি কোম্পানিগুলো। কিন্তু বাংলাদেশের বেসরকারি কোম্পানিগুলো যেখানে ভারত, পাকিস্তান কিংবা চীন থেকে অল্প সময়ে কম খরচে আমদানি করতে পারে, সেখানে আমেরিকা থেকে আনতে গেলে খরচ এবং সময় বাড়বে। "কোম্পানিগুলো তো সরকারের আমদানি ঘাটতি মেটাতে নিজেদের আর্থিক ক্ষতি করে ভারত বা পাকিস্তানের পরিবর্তে আমেরিকা থেকে আনতে যাবে না। অথবা সেটা করতে গেলে সরকারের কাছে বাড়তি কোনো সুবিধা বা ভর্তুকি চাইতে পারে। সরকার কি চুক্তির সময় এই কস্টিং করেছে?„ বলেন মোস্তাফিজুর রহমান।

ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্কেও টানাপড়েন হতে পারে

অ্যাগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড নামের এই চুক্তিতে উভয় দেশই বহু পণ্যে শুল্ক ছাড় পাবে। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ছয় হাজার ৭১০টি পণ্য আর বাংলাদেশের এক হাজার ৬৩৮টি পণ্য থাকছে। কোনো কোনো পণ্য শুরু থেকেই আবার অনেক পণ্য ধাপে ধাপে শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতায় আসবে। তবে এতে করে বাংলাদেশের রাজস্ব আয় কমবে। এছাড়া, এই সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির বাইরেও আরো কিছু বিষয় আছে, যেখানে চীন-রাশিয়ার মতো দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কেও প্রভাব পড়তে পারে। যেমন চুক্তির শেষাংশে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় বাড়ানোর চেষ্টা করবে। বিপরীতে নির্দিষ্ট কিছু দেশ থেকে কেনাকাটা সীমিত করার চেষ্টা করবে। যদিও কোন দেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনা কমাতে হবে, সেটা নির্দিষ্ট করা হয়নি। বাংলাদেশ এখন বেশি কেন মূলত চীন থেকে। এছাড়া চুক্তির চতুর্থ সেকশনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত আছে, এমন দেশ থেকে পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর, ফুয়েল রড অথবা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম কেনা যাবে না। তবে একটি ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি বিকল্প কোনো সরবরাহকারী বা প্রযুক্তি না থাকে অথবা চুক্তি কার্যকর হওয়ার আগেই বিদ্যমান চুল্লির জন্য উপকরণ কেনার চুক্তি হয়ে থাকে, তবে তা এই নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে। অর্থাৎ রাশিয়ার প্রযুক্তি সহায়তায় নির্মিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত থাকতে পারে। তবে ভবিষ্যতের কোনো পারমাণবিক প্রকল্পের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নজর থাকবে।

সেক্ষেত্রে এই ধারাগুলোর ফলে চীন-রাশিয়া যাদের সঙ্গে বাংলাদেশের সামরিক কেনাকাটা কিংবা জ্বালানি আমদানির সম্পর্ক আছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক চাপে পড়তে পারে। কারণ এই চুক্তি বাংলাদেশেকে ধাপে ধাপে চীন, রাশিয়া থেকে আমেরিকামুখী করবে। যেখানে চীন, রাশিয়া তাদের বাংলাদেশের বাজার হারানোর শঙ্কায় থাকবে। এর ফলে শুধু এসব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক চাপে পড়তে পারে তা নয়, বাংলাদেশের স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও দুর্বল হবে বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবু হেনা রেজা হাসান। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ ডিফেন্সে আর কতটুকুই বা কিনবে। কিন্তু আমাদের ডিফেন্স যখন ওদের সিস্টেমের সঙ্গে ইন্টেগ্রেড হয়ে গেলো তখন আমাদের ডিফেন্স স্ট্রাটেজি তো ওদের স্ট্রাটেজির বাইরে যেতে পারবে না।„ অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে এমন বিষয় আরো আছে। যেমন সেকশন চারে বলা হয়েছে, যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থ ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় সীমান্ত

ব্যবস্থাপনায় কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাহলে বাংলাদেশকেও সেটা অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া, তৃতীয় কোনো দেশের কোম্পানি বাংলাদেশে বাজারমূল্যের চেয়ে কমদামে এমন কোনো পণ্য বিক্রি বা রপ্তানি করতে পারবে না, যার কারণে আমেরিকার পণ্যের বিক্রি কমে যায়।

অর্থনীতিবিদ ও সিপিডির ডিস্টিংগুইশড ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, বাজারমূল্যের চেয়ে কমদামে পণ্য যেটা বলা হচ্ছে, এটা নিয়ে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সমস্যা হতে পারে। কারণ বাংলাদেশের ব্যবসায়ী বা ভোক্তার চীন থেকে কম দামে পণ্য কেনেন। এটাই স্বাভাবিক। তিনি বলেন, মূলত সরকারিভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানকে ভর্তুকি দিলে সেই প্রতিষ্ঠান অনেক সময় কম মূল্যে পণ্য বিক্রি করার সক্ষমতা অর্জন করে। এটা আন্তর্জাতিক আইনের ব্যত্যয়। "আমেরিকা তাদের এই বাজারমূল্যের চেয়ে কম দামের বিষয়টা দিয়ে সে জায়গাতেই বেশি ধরবে, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য স্বার্থ হুমকিতে পড়বে। এখন ধরেন, আমেরিকার যে বাণিজ্য স্বার্থ বাংলাদেশে আছে এবং সেখানে চীন থেকেও হয়ত একই জিনিসটা আমদানি হচ্ছে। কিন্তু চীন কম দামে সেটা দিচ্ছে। এসব জায়গায় আমেরিকা সরাসরি ধরবে যে, এটা আমার বাণিজ্য স্বার্থের সরাসরি পরিপন্থি।„ "কিন্তু চীন বলবে যে, আমি তো এই কোম্পানিকে সরাসরি কোনো ভর্তুকি দেই না। তো এরকম নানাবিধ ঝুঁকি এসব ধারাকে কেন্দ্র করে আছে। যেখানে অর্থনীতি, ভূ-রাজনীতি সবই আছে। তার চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, আমাদের ব্যবসায়ীরা যেখান থেকে কম দামে পাবেন, লাভ বেশি, সেখান থেকেই তো পণ্য আনবেন,„ বলেন মি. রহমান।

এমন চুক্তি কেন করা হলো?

চুক্তিতে পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ, ই-কমার্সসহ আরো বিষয় আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের অধ্যাপক আবু হেনা রেজা হাসান বলছেন, মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদন, মেধাস্বত্বআইন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ হয়েছে আমেরিকার। "এখানে আমেরিকার চালাকিটা হচ্ছে যে, পাল্টা শুল্কের কথা বলে তারা যেটা করেছে সেটা হলো, তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিউর এবং লিগ্যাল সিস্টেমটাকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড, মেধাস্বত্ব এগুলো দিয়ে ওরা আমাদের উপরে উঠে যাবে।„ "আমরা ওদেরকে কোনো নন-ট্যারিফ বাধা বা কারিগরি মানের কথা বলে ওদের পণ্যে কোনো বাধা দিতে পারব না। কিন্তু ওরা কিন্তু পারবে। ওরা বলবে দেখো, তোমার পণ্যের কারিগরি মান আমাদের মতো না। সুতরাং এই পণ্য নিতে পারব না। কিন্তু আমরা এ রকম কিছু বলতে পারব না। কারণ তাদের কারিগরি মান তো বিশ্বব্যাপী গৃহীত। আমাদেরটা না। আমরা এখানে পিছিয়ে আছি,„ বলেন আবু হেনা রেজা হাসান। কিন্তু তাহলে এমন চুক্তি কেন করা হলো? এক্ষেত্রে সদ্য সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস দায়িত্ব ছাড়ার আগে তার শেষ ভাষণে অবশ্য নানাবিধ সুবিধার কথা বলেছেন। দাবি করেছেন, এই চুক্তি বাণিজ্য তো বটেই, তার ভাষায় এমনকি আন্তর্জাতিক কূটনীতিতেও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করবে বাংলাদেশের। "এই চুক্তির ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য পারস্পরিক শুল্ক ৩৭ শতাংশ থেকে ১৯ শতাংশে কমে এসেছে। এই চুক্তির একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত তুলা ও কৃত্রিম তন্তু ব্যবহার করে তৈরি পোশাক পণ্যে শূন্য পারস্পরিক শুল্ক সুবিধা। এটা একটা মস্তবড়ো সুবিধা। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্ক সুবিধা পাওয়ায়, বাংলাদেশি পোশাক আরো কম দামে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করবে,„ ভাষণে বলেন অধ্যাপক ইউনূস।

তবে এই চুক্তিতে যা দেখা যাচ্ছে তার ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞরা ভিন্ন কথা বলছেন। অর্থাৎ পাল্টা শুল্ক কমেছে, তৈরি পোশাকের বাজার ঠিক থাকছে। কিন্তু এর জন্য যে-সব ছাড় দিতে হয়েছে প্রশ্ন সেসব নিয়ে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আনতে গেলে সেটার যদি আবার খরচ বেশি পড়ে, তাহলে তৈরি পোশাকে শূন্য শুল্ক পেলেও লাভ কমে যাবে বলে মূল্যায়ন আসছে। তবে সবচেয়ে বেশি বলা হচ্ছে, দেশের অর্থনীতি এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক জড়িত, এমন একটি স্পর্শকাতর চুক্তি কেন শেষ সময়ে সই করা হলো? নির্বাচিত নতুন সরকারের জন্য কেন রাখা হলো না? তবে চুক্তি তো হয়েই গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিএনপির নবগঠিত সরকার এই চুক্তি নিয়ে কী করবে? বিষয়টি নিয়ে নতুন সরকারের কেউই এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেননি। তবে চুক্তি প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের এমন একজন উপদেষ্টা খলিলুর রহমান বিএনপির নতুন সরকারেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। সব মিলিয়ে চুক্তি থেকে সরে আসার সুযোগ থাকলেও, বাংলাদেশের জন্য সেটা করা কঠিন হবে বলে মত পাওয়া যাচ্ছে। নতুন ক্ষমতায় আসা বিএনপি সরকার এখনই সেই ঝুঁকি নেবে কি না, সেটাও প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

ভিডিওকে কেন্দ্র করে সামাজিক মাধ্যমে জাইমা রহমান 'টার্গেট' কেন?

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া একটি ভিডিও বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে, যা বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মেয়ে জাইমা রহমানকে টার্গেট করে ছাড়া হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। বিশ্লেষকরা বলছেন, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে দ্বিতীয় স্তরের মনে করা ব্যক্তিরা "জনপরিসরে সফল কিংবা গুরুত্বপূর্ণ, অথবা সামাজিক উপস্থিতি প্রবল বা শক্তিশালী„ হয়ে ওঠা নারীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাকে হেয়

করার চেষ্টা করে। তখন নারীকে টার্গেট করার মাধ্যম হিসেবে তার পোশাক বা চরিত্রকে 'টুল' হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়। জাইমা রহমানের ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটেছে বলে মনে করছেন অধিকার কর্মীরা। অনেকের মতে, রাজনীতির মাঠে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে নারীকে লক্ষ্যবস্তু করার যে চর্চা বরাবরই দেখা গেছে, এবারও সেভাবেই ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে আক্রমণ করা হয়েছে। আর তাতে বাদ যাচ্ছেন না সাধারণ থেকে 'ক্ষমতাধর' পর্যন্ত কেউই। এর আগে, অধ্যাপক ইউনূসের মেয়ে এবং ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাতনিকে নিয়েও সামাজিক মাধ্যমে একই ধরনের 'অবমাননাকর' প্রচারণা চালাতে দেখা গেছে। এছাড়াও ছাত্র সংসদ ও জাতীয় নির্বাচনের সময় নারী প্রার্থীদের হেনস্তার একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। এমন ঘটনা রোধে সচেতনতা এবং পক্ষ না দেখে অপরাধের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলাকেই সমাধান হিসেবে দেখছেন পর্যবেক্ষকরা।

যেভাবে আলোচনার শুরু

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমান শপথ নেওয়ার দু-দিন পরই তার মেয়ে জাইমা রহমানকে নিয়ে একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যেখানে জাইমার মতো একজনকে বন্ধুদের সাথে নাচ-গান ও আড্ডা দিতে দেখা যায়। ভিডিওটি জাইমা লন্ডনে থাকার সময়ের হতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করছেন। তবে ভিডিওটি সঠিক নাকি ভুয়া, তা নিশ্চিত করা যায়নি। ভিডিওটি বিভিন্ন ভুয়া ফেসবুক পাতা থেকে শেয়ার করা হয়। পোস্টগুলোতে জাইমা রহমানের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেকে অশালীন মন্তব্য করেন। এসব কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্টও করেন সচেতন নাগরিকদের অনেকে। অধিকারকর্মীদের ভাষ্যে, নারীকে ব্যক্তি আক্রমণ করা হলে অনেকে খুব উত্তেজিত ও উৎসাহিত হন, তখন আর তারা ব্যক্তিগত গোপনীয়তার দিকে নজর না দিয়ে উল্টো আক্রান্ত ব্যক্তিকে হেনস্তা করেন। "এই মেয়েটার প্রাইভেসি খর্ব হচ্ছে, ও পার্টি করতে চায়- করবে, বন্ধুদের সাথে বেড়াতে চায়, বেড়াবে। ইটস নোবডিস বিজনেস (এটা কারও বিষয় না),„ বলছিলেন ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভার্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সিনিয়র ফেলো মাহিন সুলতান। কিন্তু বিষয় হচ্ছে, এই ধরনের ঘটনা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন কিছু নয়। এর আগেও 'পাবলিক ফিগার' বা পরিচিত ব্যক্তি বা রাজনীতিবিদদের পরিবারের নারী সদস্যদের টার্গেট করে অনলাইনে হেনস্তা করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা থাকাকালীন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের মেয়ে অপেরা শিল্পী মনিকা ইউনূস কিংবা এবং ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাতনি আমরিন খন্দকার সেমন্তীকে নিয়েও অনলাইনে সাইবার বুলিং করা হয়েছে। অথচ তাদের দু-জনের কেউই রাজনীতিতে সক্রিয় নন। তারপরও তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে টার্গেট করা হয়েছে, হেনস্তা করা হয়েছে জনসম্মুখে।

নারীকে ব্যবহার করা হয় 'লক্ষ্যবস্তু' হিসেবে

গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক আগে থেকেই যুদ্ধের ময়দানে নারীকে 'লক্ষ্যবস্তু' করা হয়েছে। রাজনীতির মাঠেও দেখা যায় সেই প্রবণতা। "কোনো কর্তৃপক্ষকে আপনি যদি ঘায়েল করতে চান, তাহলে সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র হচ্ছে নারীদের অপমান করা, হেনস্থা বা অপদস্ত করা। যে-কোনো ক্ষেত্রেই তা হতে পারে, বিশেষ করে এই ধরনের নামি বা অবস্থাবান লোকদের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি দেখা যায়,„ বলছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও নারী অধিকারকর্মী মালেকা বানু। "অধ্যাপক ইউনূসকে যখন আঘাত করতে হয়, তখন তার মেয়েকে সামনে টেনে আনা প্রতিপক্ষের জন্যে সুবিধাজনক হয়। তার মেয়ে ইসলামী জীবনধারা অনুসরণ করছে না, এমন চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রশ্ন তোলা যায় যে, ইউনূস কেমন মুসলমান বা পিতা?„ "এর মধ্যদিয়ে তার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়,„ বলছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস। তিনি মনে করেন, জাইমা রহমানের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটছে। তাকে লক্ষ্যবস্তু করে সামনে এনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। "একভাবে বলতে গেলে এটা খুব সহজ অস্ত্র। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই ধরনের অস্ত্র কখনও কখনও খুব কার্যকর হয়ে ওঠে,„ বলছিলেন এই বিশ্লেষক।

এর আগে, ছাত্র সংসদ ও জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনার সাক্ষী হয়েছে বাংলাদেশ। যখনই কোনো নারী প্রার্থী ভোটের মাঠে লড়াই করতে নেমেছে, তাকে আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে- হোক তা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা জাতীয় পর্যায়ে। বিশ্লেষকরা বলছেন, জনপ্রতিনিধি বা জনপ্রিয় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তার কাজের ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হওয়া খুবই স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু অনেক সময়ই তা সীমা ছাড়িয়ে যায়। তখন সমালোচনা কাজের গণ্ডি পেরিয়ে চলে যায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে, যা নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি।

"সমাজে নারী বিদ্বেষী আবহ বিরাজমান„

পর্যবেক্ষকদের মতে, যে ধরনের নারীবিদ্বেষী পিতৃতান্ত্রিক চর্চা বাংলাদেশের সমাজে রয়েছে, সেখানে যে-কোনো নারীকে 'অবজেক্টিফাই' বা ভোগ্যবস্তু হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু যে নারী সেই গণ্ডিতে আটকে থাকতে চায় না, সেই নারীকে সমাজ 'হুমকি' হিসেবে দেখে। তখন তাকে আটকানোর একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে পোশাক কিংবা চরিত্র। আওয়ামী লীগ আমলেও গণজাগরণ মঞ্চের পরিচিত মুখ লাকি আক্তারকে নিয়ে নানা ধরনের অশালীন বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

একই দৃশ্য দেখা গেছে, গণ-অভ্যুত্থানের পরও। আন্দোলন চলাকালীন নারীরা সম্মুখ সারিতে থাকলেও, তা শেষ হয়ে যাওয়ার পর অভ্যুত্থানের সক্রিয় নারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায় 'বট বাহিনীকে'। আবার নারীদের নিয়ে যখন একদিকে অবমাননাকর প্রচারণা চালানো হচ্ছিল, তখনই সক্রিয় রাজনীতির মাঠে নারীদের পেছনে ঠেলে দেওয়া হলো, "আন্দোলনের সামনের সারির নারীদের আস্তে আস্তে আর কোথাও জায়গাই দেওয়া হলো না,„ বলেন অধ্যাপক ফেরদৌস। একইসময়ে যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হলো, সেখানেও সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক দল বিএনপির থেকে যাদের নির্বাচনি লড়াইয়ের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন শতাংশ নারী। ধর্মভিত্তিক দলগুলো কোনো নারীকে মনোনয়নই দেয়নি। সার্বিক দিক মিলিয়ে বাংলাদেশের সমাজে নারী বিদ্বেষী আবহ বিরাজমান বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, মাঠের ক্ষমতার চর্চা এবং নেপথ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নারীকে হেয় করার প্রবণতা পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে।

সমাধান কী?

ঢালাওভাবে অনলাইনে নারীদের হেনস্তা করার যে প্রবণতা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠে উঠেছে, তা সমাধানে আইন প্রয়োগের কথা বলছেন কেউ কেউ। কিন্তু তা করতে গেলে আইনের অপপ্রয়োগের সম্ভাবনার বিষয়েও সতর্ক করছেন ডিজিটাল মাধ্যম নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞরা। ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের মাধ্যমে বাক্‌স্বাধীনতা হরণের দিকটিকেও স্মরণ করিয়ে দেন ডিজিটাল পলিসি নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান ডিজিটালি রাইটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিরাজ আহমেদ চৌধুরী। সেক্ষেত্রে সচেতনতা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলাকেই বেশি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে দেখছেন এই বিশ্লেষক। তবে আক্রমণের সীমা পেরিয়ে গেলে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি বলেও পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি। অন্যদিকে অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌসের মতে, 'সিলেক্টিভ প্রতিবাদ' না বরং 'লিঙ্গীয়' বৈষম্যের যে-কোনো ঘটনায় প্রতিবাদ করতে হবে। "সে আমার পক্ষের নারী না কি বিপক্ষের, তার রাজনীতি, ধর্ম, বয়স, সামাজিক অবস্থানের দিকে না তাকিয়ে আক্রমণের শিকার নারী মাত্রই আমাদের দায়িত্ব আওয়াজ তোলা, সেটা নিয়ে কথা বলা।„

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

জাপানে কাজ করার জন্য চাকরি মেলার মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের নিয়োগ

মধ্য জাপানের শহর হামামাৎসুতে গত বছর আয়োজিত একটি চাকরি মেলার মাধ্যমে চাকরির প্রস্তাব পাওয়া ভারতীয় শিক্ষার্থীরা কাজ শুরু করার আগে প্রশিক্ষণের জন্য শহরটি পরিদর্শন করেছেন। কর্মী সংকটের মাঝে বিশেষ এবং উন্নত দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের নিয়োগের জন্য শহরটি নভেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে চাকরি মেলার আয়োজন করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল শহরের আটটি কোম্পানি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পারদর্শী সাতজন শিক্ষার্থীকে শহরের একটি উদ্যোগী কোম্পানি চাকরির প্রস্তাব দেয়। কোম্পানিটি অ্যাসবেস্টসের বিশ্লেষণ পরিচালনা করে। শিক্ষার্থীদের সাথে কোম্পানির সভাপতি মঙ্গলবার শহরের মেয়র নাকানো ইউসুকে'র সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সভাপতি মেয়রকে জানান যে, তার ছোটো কোম্পানিতে ৩০০-এরও বেশি ব্যক্তি আবেদন করেছিলেন, তাই কোম্পানিটি তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য দুই থেকে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে সাত প্রতিভাবান ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছে। মেয়র বলেন যে, তিনি আশা করছেন, এই ভারতীয় ব্যক্তিদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশেষ জ্ঞান এই অঞ্চলের সম্পদ হবে। জুন মাসে এই শিক্ষার্থীদের কোম্পানিতে যোগদানের কথা রয়েছে। তারা অ্যাসবেস্টস বিশ্লেষণের প্রযুক্তিকে উন্নত করার এবং ভারতে নতুন বাজার তৈরি করার দায়িত্বে থাকবেন।

(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ১৯.০২.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

একুশে ফেব্রুয়ারির জন্য প্রস্তুত বাংলাদেশ

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলাদেশ। একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা জানাবে সর্বস্তরের জনতা। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাজধানী জুড়ে আলোচনা সভাসহ নানা কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। সারা দেশে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) মহাপরিচালক একেএম শহিদুর রহমান। র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন, "আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী অন্য সব বাহিনীর সাথে সমন্বয় করে র‍্যাব ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে।„ শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান। ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, "একুশের প্রথম প্রহর থেকে পরদিন দুপুর পর্যন্ত সাধারণ মানুষ শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আমি আশা করি, কোনো সমস্যা হবে না।„ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা (ইউনেসকো) এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি

দেওয়ার পর থেকে বিশ্বজুড়ে দিবসটি গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২০.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

পরিবহণ ক্ষেত্রে চাঁদাবাজি নিয়ে কী বললেন মন্ত্রী

বৃহস্পতিবার সড়ক পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী রবিউল আলম। তিনি একাধারে সড়ক, রেল ও নৌ-পরিবহণের মন্ত্রী। সাংবাদিক বৈঠকে এক সাংবাদিক চাঁদাবাজি সংক্রান্ত প্রশ্ন করলে মন্ত্রী জানান, এই টাকাটা সমঝোতার ভিত্তিতে তোলা হচ্ছে। জোর করে আদায় করা হচ্ছে না। এ জন্য একে ঠিক 'চাঁদা' বলা যায় না। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এ কথা বলার মাধ্যমে চাঁদাবাজিকে কার্যত সবুজ সংকেত দিয়ে দিলেন মন্ত্রী। পরিবহণ খাতে চাঁদাবাজি প্রসঙ্গে মন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন এই খাতের বিশেষজ্ঞরা। তারা মনে করেন, পরিবহণ খাতে নানা উপায়ে বছরে হাজার কোটি টাকা চাঁদা তোলা হয়। এটাই এই সেক্টরে বিশৃঙ্খলার মূল কারণ। চাঁদাবাজি বন্ধ না হলে পরিবহণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনা যাবে না। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২০.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জুলাই সনদ নিয়ে রাজনৈতিক সংকটের আভাস?

সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের দিন থেকেই বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক সংকটের শুরু হয়েছে বলে মনে করছেন আইন বিশ্লেষকেরা। জামায়াত ও এনসিপির সংসদ সদস্যরা সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে শপথ নিলেও, বিএনপির সংসদ সদস্যরা তা করেননি। এরই মধ্যে জামায়াত ও এনসিপি এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। তারা কোনো ধরনের শপথ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে চাইলেও, শেষ পর্যন্ত নিয়েছে। তবে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে যায়নি। বিএনপি বলছে, সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে শপথ নেওয়ার কোনো বিধান সংবিধানে নেই। তাই তারা শপথ নেননি। এনসিপির আহ্বায়ক ও জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের সংসদ সদস্য নাহিদ ইসলাম বৃহস্পতিবার বলেন, সংবিধান সংস্কার পরিষদ ছাড়া এই সংসদের কোনো মূল্য নেই। এরই মধ্যে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে গণভোটের বিরুদ্ধে রিট হয়েছে। জুলাই সনদের কার্যকারিতা স্থগিত চেয়েও আরেকটি রিট হয়েছে। শুরু থেকেই এই সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক ছিল। গণভোটে যে চারটি প্রশ্ন করা হয়েছে, তা নিয়ে অস্পষ্টতারও অভিযোগ আছে। আবার বিএনপি জুলাই সনদে সই করলেও, বেশ কিছু বিষয়ে তাদের নোট অব ডিসেন্ট আছে। ফলে দেশে জুলাই সনদ ও তার বাস্তবায়ন এখন অনিশ্চয়তার মুখে আছে। সংসদের অধিবেশন ডাকা হলে এই বিতর্ক আরো বাড়বে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

যা বলছেন আইন বিশ্লেষকেরা

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শিশির মনির বলেন, "সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে শপথ না নেওয়ার মধ্যদিয়ে তারা (বিএনপির সংসদ সদস্য) জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের ধারা ৮ এবং তফশিল লঙ্ঘন করেছেন এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নের যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছিল, সেই অঙ্গীকারের প্রতি তারা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। এটি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিও বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর শামিল।„ তিনি বলেন, "বিএনপি যে সংবিধানের দোহাই দিচ্ছে, তাহলে প্রশ্ন গণভোট কি সংবিধানে ছিল, জুলাই অভ্যুত্থান কি সংবিধানে ছিল, অন্তর্বর্তী সরকার কি সংবিধানে ছিল, ২০২৬ সালের ১২ জুলাইয়ের সংসদ নির্বাচন কি সংবিধানে ছিল? মূল প্রশ্ন সংবিধানের নয়, তারা মেজোরিটির জোরে জোর দেখাচ্ছেন।„ অ্যাডভোকেট শিশির মনির বলেন, "জুলাই সনদে স্পষ্ট করে বলা আছে, যারা নির্বাচিত হবেন, তারা দুইটা শপথ নেবেন। একটা সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে শপথ। আরেকটা সংসদ সংসদ সদস্য হিসাবে শপথ। এটাও বলা আছে, সংসদ সদস্যের শপথ যিনি পড়াবেন, তিনিই সংস্কার বাস্তবায়ন পরিষদের শপথ পড়াবেন, আইনেই আছে। কিন্তু তারা গায়ের জোরে আইন মানছেন না।„ "তারা জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ অনুযায়ী, `হ্যাঁ, ভোটের প্রচার করেছেন। তাহলে তারা আইনের একাংশ মানছেন, আরেক অংশ মানছেন না। যে আইন তাদের পছন্দ হবে, সেটা তারা মানবেন, যেটা পছন্দ হবে না, সেটা তারা মানবে না- এইটাই হলো তাদের অবস্থান। একটি সংসদ আরেকটি সংসদকে বাধ্য করতে পারে না। কিন্তু অভ্যুত্থানের পর তো কোনো সংসদ ছিল না। তাহলে বাধ্য করার প্রশ্ন আসে কেন? আর এটা তো জনগণের অভিপ্রায়। গণভোটে তারা রায় দিয়েছে,„ বলেন তিনি।

`বিএনপি সঠিক অবস্থানেই আছে'

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. শাহদীন মালিক বলেন, "সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে শপথ না নিয়ে বিএনপির সংসদ সদস্যরা সংবিধান পরিপন্থি কোনো কাজ করেননি। কারণ, সংবিধানে বলা আছে কে শপথ নেবে, কীভাবে শপথ নেবে, কার কাছে শপথ নেবে। কিন্তু সংবিধানে সংবিধান সংস্কার পরিষদ বলে কিছু নেই। যদি ওটা সংবিধানে যোগ করা হয়, তখন শপথ নেওয়ার প্রশ্ন আসবে। যেহেতু সংবিধানে ওটা এখন নেই, তাই শপথ নেওয়ার প্রশ্ন আসে না। আমার মনে হয়, বিএনপির অবস্থান ঠিক আছে।„ "সংবিধান সংস্কার পরিষদের ধারণাটা মূল্যহীন। কারণ সংসদই সংবিধান সংস্কার করতে পারে। এই সংসদই পারবে। সেজন্য সংবিধান সংস্কার পরিষদ বলে আলাদা একটা বিষয়ের কেন দরকার পড়লো, সেটা আমার কাছে বোধগম্য হচ্ছে না,„ বলেন তিনি। গণভোট প্রসঙ্গে ড. মালিক বলেন, "এটা যারা করেছে, তারা আইনের আগামাথা কী বোঝে, আমি জানি না। এটা

কীভাবে, কোন আইনে করা হলো? তারপরও যারা বলছে, গণভোটে `হ্যাঁ, জিতে যাওয়ায় সংস্কার করতে হবে, তাহলে তো বলতে হবে সংস্কার গণভোটের মধ্যদিয়েই হয়ে গেছে। আবার সংবিধান সংস্কার পরিষদ লাগবে কেন? গণভোটের মাধ্যমেই তো সব হয়ে গেছে। এটা কেমন গণভোট যে, অর্ধেক হলো, অর্ধেক হলো না। এরকম তো গণভোট হয় না।" সামনে কোনো জটিলতা বা রাজনৈতিক সংকট হতে পারে কিনা, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, "সব কিছুর মধ্যে সংকট খোঁজা ঠিক না। সাংবাদিকরা আশা করে, এটা নিয়ে আন্দোলন হবে। রাজপথ গরম হবে, হরতাল হবে। এই সংকট খোঁজার সাংবাদিকতা বাদ দিতে হবে।„ এক প্রশ্নে জবাবে ড. মালিক বলেন, "যারা বলছেন, সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে শপথ না নিয়ে বিএনপির সংসদ সদস্যরা জুলাইয়ের চেতনার পরিপন্থি কাজ করেছেন, তারা বলতে পারেন। কিন্তু চেতনা পরিপন্থি হলে তো আর সংবিধান পরিপন্থি হয় না। আর চেতনা তো একটা আপেক্ষিক বিষয়।„

`বিএনপি ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে,

সংবিধান সংস্কার কমিশনের সদস্য এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের লিগ্যাল অ্যাডভাইজার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. শরীফ ভুঁইয়া বলেন, "আমার মনে হয় ওনারা (বিএনপি) ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। তারা বলছেন, এটা সংবিধানে নেই। কিন্তু সংবিধান তো দেশের জনগণের উপরে না। জনগণ সব কিছুর উপরে। জনগণ সংবিধানেরও উপরে। জনগণ চাইলে সংবিধান বাতিল করে নতুন সংবিধান করতে পারে। এটা তো কোনো আসমানি কিতাব না যে, পরিবর্তন করা যাবে না। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ দেশে নতুন সংবিধান করা হয়েছে।„ তিনি বলেন, "জনগণ সংবিধান সংস্কারের পক্ষে রায় দিয়েছে। জুলাই সনদে সংবিধান সংস্কারের কথা আছে। সংবিধান সংস্কার পরিষদের কথা আছে, শপথের কথা আছে। শপথের ফরম আছে। কে পড়াবে, তা বলা আছে। জুলাই সনদ আদেশ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছে। এখন যদি সংবিধানের দোহাই দেয়া হয়, তাহলে তো তারা জন-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে গেলেন।„ "এখন বিএনপির দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। তারা চাইলে তাদের মতো করে সংস্কার করতে পারবে। সংবিধানে সেটা আছে। কিন্তু তাতে তো জন-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না। কারণ সংসদ সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন করতে পারবে না। সেটা করলে উচ্চ আদালতে বাতিল হয়ে যাবে। এবার তো সংবিধানে আমূল পরিবর্তন চাওয়া হয়েছে। সেটা কিন্তু আর সম্ভব হবে না,„ বলেন ড. শরীফ ভুঁইয়া। তিনি বলেন, "এই অবস্থায় সাংবিধানিক সংকট তৈরি না হলেও, রাজনৈতিক সংকট তৈরি হতে পারে।„ এই নিয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সভাপতি ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ ডয়চে ভেলের কাছে আপাতত কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে কমিশনের আরো কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে স্পষ্ট হয়েছে যে, তারা আপাতত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। তারা মনে করছেন, শেষ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংস্কারের পক্ষে একটি অবস্থান তৈরি হবে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২০.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। দিবসটি সামনে রেখে দেওয়া এক বাণীতে তিনি ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। শুক্রবার রাতে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং এ তথ্য জানায়। বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৫২ সালের এই দিনে মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতি ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ভাষা আন্দোলনের চেতনাই পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। তারেক রহমান উল্লেখ করেন, মাতৃভাষা শুধু আবেগের বিষয় নয়, এটি জাতির পরিচয়, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার ভিত্তি। বাংলা ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার, গবেষণা ও প্রযুক্তিতে ভাষার বিস্তার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের চেতনা আজও প্রাসঙ্গিক। নতুন প্রজন্মকে ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬ আসাদ)

নকলের মতোই শিক্ষাঙ্গণ হবে মাদক-সন্ত্রাস ও ইভটিজিং মুক্ত : শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন বলেছেন, "নকলমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার যে কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে, তার ধারাবাহিকতায় দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মাদক, সন্ত্রাস ও ইভটিজিংমুক্ত করা হবে। শিক্ষাঙ্গণে সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে।„ শুক্রবার দুপুরে কচুয়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, "যেভাবে কচুয়া থেকে নকলবিরোধী কার্যক্রম শুরু হয়ে সফলতা পেয়েছে, ঠিক একইভাবে মাদকবিরোধী কার্যক্রমও কচুয়া থেকে শুরু করা হবে। শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাঙ্গণে কোনো ধরনের মাদক, সন্ত্রাস বা ইভটিজিংয়ের স্থান থাকতে পারে না।„ তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে

দেশ দুর্নীতিমুক্ত যাত্রা শুরু করবে এবং আগামীর বাংলাদেশ হবে একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ ও উন্নত রাষ্ট্র। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সরকার সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।„
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬ আসাদ)

ভোক্তা-অধিকারের অভিযানে ব্যবসায়ীদের পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে : ডিএমপি কমিশনার

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানকালে ব্যবসায়ীদের পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর চকবাজার থানার মৌলভীবাজারে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। সেই সঙ্গে রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে তিনি ব্যবসায়ী নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। ডিএমপি কমিশনার বলেন, রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি, খাদ্যপণ্যে কোনো ধরনের ভেজাল মেশানো যাবে না। সবাইকে এ ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ম্যাজিস্ট্রেট যখন বাজারে অভিযান পরিচালনা করবেন, তখন পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। এতে বাজারে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে। এ ব্যাপারে সব ব্যবসায়ী নেতার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬ আসাদ)

কর্মসংস্থানই দেশের এখন সবচেয়ে বড়ো সমস্যা : অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রামকে সত্যিকার অর্থে বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি বন্দরের কার্যক্রম আরও উন্নত এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। শুক্রবার সকালে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, এখন বাণিজ্যিক রাজধানীর কাজ শুরু হবে। এখানে বিনিয়োগের অনেক বড়ো ব্যাপার আছে, সেদিকে আমাদের যেতে হবে। পোর্টের কার্যক্রম আরও উন্নততর করতে হবে, বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। বিনিয়োগের মাধ্যমেই তো বাণিজ্যিক রাজধানী হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ বিষয়ে অনেক পরিকল্পনা রয়েছে, তবে সেগুলো এক কথায় বলা সম্ভব নয়। তিনি কর্মসংস্থানকে দেশের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬ আসাদ)

মহান শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের নিরাপত্তায় থাকবে পনেরো হাজার পুলিশ সদস্য

একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান ঘিরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারকে কেন্দ্র করে ১৫ হাজার পুলিশ সদস্যের সমন্বয়ে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। দিবসটি উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ও এর আশপাশে সোয়াট, ডগ স্কোয়াড, বোম্ব ডিসপোজাল টিম, ক্রাইম সিন ইউনিট সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকবে বলে জানান ডিএমপি কমিশনার। শুক্রবার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬ আসাদ)

২১ ফেব্রুয়ারিতে নিরাপত্তাজনিত কোনো হুমকি নেই : র‍্যাব মহাপরিচালক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অনুষ্ঠান ঘিরে কোনো হুমকি নেই বলে জানিয়েছেন র‍্যাব মহাপরিচালক একেএম শহিদুর রহমান। তিনি বলেন, তবুও আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় র‍্যাব প্রস্তুত রয়েছে। শুক্রবার বেলা ১১টা ২০ মিনিটের দিকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে শহিদ দিবস ও মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও দেশব্যাপী র‍্যাবের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন, শহিদ মিনার কেন্দ্রিক সব ধরনের ব্যবস্থাই রেখেছি। অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে র‍্যাবের ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬ আসাদ)

দিনাজপুরে ট্রাকের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

দিনাজপুরের বিরামপুরে ট্রাকের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের টিএন্ডটি মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম সরকার জানান, নিহতদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। মরদেহ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬ আসাদ)

গাইবান্ধায় ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত ২

গাইবান্ধার সাদুল্লাহপুরে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে দু-জন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোরে উপজেলার খোদ্দ মোজাহিদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, তিন সদস্যের একটি ছিনতাইকারী দল উপজেলার ইদিলপুর ইউনিয়নের মাদারহাট ব্রিজ এলাকায় গেলে স্থানীয়রা তাদের ধাওয়া করে। দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে পালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোজাহিদপুর গ্রামের একটি পুকুরে পড়ে যায়। শেষ রাতে সেহরির সময়

ডাকাতির খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে। তখন তাদের দু-জনকে পুকুর থেকে তুলে বিক্ষুব্ধ জনতা মারধর করে। পরে ঘটনাস্থলে তাদের মৃত্যু হয়। দলের আরেক সদস্য অন্ধকারে পালিয়ে যায়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলিম উদ্দিন বলেন, খবর পাওয়ার পর পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দু-জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া, একটি মোটরসাইকেলও উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতদের পরিচয় এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬ আসাদ)

দাবি আদায় বা আন্দোলনের নামে জনদুর্ভোগ সহ্য করা হবে না : র‍্যাব ডিজি

র‍্যাব মহাপরিচালক একেএম শাহিদুর রহমান বলেছেন, দাবি আদায়ের নামে কিংবা আন্দোলনের নামে সাধারণ জনগণের ওপর জুলুম করা বা তাদের জিম্মি করে কোনো ধরনের কার্যক্রম আমরা হতে দেবো না। শুক্রবার বেলা ১১টা ২০ মিনিটের দিকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও দেশব্যাপী র‍্যাবের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। র‍্যাব ডিজি বলেন, গত দেড় বছরে জুলাই আগস্টের পরে একটা ভঙ্গুর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল। তখন থেকেই আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছিলাম, আমরা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবো, ভালো করতে সক্ষম হবো এবং একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যে রকম পরিবেশ দরকার, আমরা সেই পরিবেশে নিয়ে আসতে সক্ষম হবো। তিনি বলেন, আমরা সবাই মিলে জাতিকে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে সক্ষম হয়েছি এবং দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে আরও ভালো হবে। আমরা অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬ আসাদ)

চাঁদাবাজি-সন্ত্রাস মুক্ত রাখতে হটলাইন চালু করলেন পরিবেশমন্ত্রী

ফেনী-৩ আসনে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসসহ সব ধরনের অনিয়মমুক্ত রাখতে হটলাইন চালু করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে নিজ ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে হটলাইন নম্বর চালুর ঘোষণা দেন। আবদুল আউয়াল মিন্টু লেখেন, "দাগনভূঞা-সোনাগাজী এলাকাকে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও যে-কোনো ধরনের অনিয়মমুক্ত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। একটি নিরাপদ ও সুন্দর সমাজ গড়তে আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন, নির্ভয়ে তথ্য দিন। আপনাদের দেওয়া তথ্য গোপন রাখা হবে। চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে `জিরো টলারেন্স, নীতির কথা জানিয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য একটি নম্বরও প্রকাশ করেন মন্ত্রী। একই স্ট্যাটাসে সবাইকে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি, অন্যকেও সচেতন করার আহ্বান জানান মিন্টু। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬ আসাদ)

দিনে ৬ ঘণ্টা সিএনজি স্টেশন বন্ধ রাখার নির্দেশ

গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কে স্বল্প-চাপ পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে প্রথম রমজান থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত সিএনজি স্টেশনসমূহ বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মোট ৬ ঘণ্টা বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। এর আগে, সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বন্ধ থাকতো স্টেশনগুলো। শুক্রবার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মুহাম্মদ নাজমুল হক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মহাসড়কে যাত্রী সাধারণের যাতায়াতে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য জ্বালানি সরবরাহের সুবিধার্থে আগামী ১৫ থেকে ২৫ মার্চ সিএনজি/ফিলিং স্টেশনসমূহ সার্বক্ষণিক খোলা রাখতে হবে। এতে আরও বলা হয়, ২৬ মার্চ থেকে আগের মতো সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সিএনজি স্টেশনসমূহ বন্ধ রাখতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬)

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হবে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে : পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেছেন, "বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হবে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের ভিত্তিতে। কোনো বিশেষ দেশের প্রতি অতি-নির্ভরশীলতা নয়, বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়া হবে।„ শুক্রবার দুপুরে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হয়ে প্রথমবারের মতো ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার লস্করদিয়ায় নিজ বাড়িতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা তুলে ধরেন। শামা ওবায়েদ বলেন, "বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হলো দেশের মেরুদণ্ড সোজা রেখে বিদেশে একটি স্থিতিশীল এবং সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, "সরকার ভিসা সমস্যা সমাধানে আন্তরিকভাবে কাজ করবে। বিশেষ করে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্থগিত থাকা ভিসা প্রক্রিয়া দ্রুত পুনরায় চালু করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।„
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬)

মানুষকে ডাক্তারের পেছনে ঘুরতে হবে না, ডাক্তার মানুষের পেছনে ঘুরবে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল বলেছেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটমুক্ত হিসেবে গড়ে তোলা হবে। চিকিৎসা সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হবে। মানুষকে আর

ডাক্তারের পেছনে ঘুরতে হবে না, বরং ডাক্তাররাই মানুষের পেছনে ঘুরবে। শুক্রবার দুপুরে নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার হাফিজপুর গ্রামে নিজ বাসভবনে প্রশাসন ও নেতা-কর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেন, যারা আমাদের ভোট দিয়েছে, তাদের ওপর যেমন দায় রয়েছে, যারা ভোট দেয়নি তাদের প্রতিও সমানভাবে দায় রয়েছে। সকল প্রতিহিংসার ঊর্ধ্বে উঠে, সকল বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সকল পক্ষের মানুষকে নিয়ে নতুন সমৃদ্ধশীল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬)

চাঁদাবাজি নিয়ে পরিবহণ মন্ত্রীর বক্তব্যে টিআইবির উদ্বেগ

সড়কে চাঁদাবাজিকে সমঝোতার ভিত্তিতে লেনদেন হিসেবে উল্লেখ করে সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী একটি ঘোরতর অপরাধকে বৈধতা দেওয়ার অজুহাত খুঁজেছেন। এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। একইসঙ্গে, এ জাতীয় দুর্নীতি-সহায়ক অপচেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি নিজ দলের শুদ্ধিকরণে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। শুক্রবার এক বিবৃতিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "পরিবহণ মন্ত্রী চাঁদাবাজির যে সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছেন, তা তিনিসহ মন্ত্রিপরিষদের প্রায় প্রতিটি সদস্য দায়িত্ব গ্রহণের পর দুর্নীতিবিরোধী যে দৃঢ় অবস্থানের ঘোষণা দিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনি ইশতেহার ও সরকার প্রধানের জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ, যেখানে কার্যকরভাবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের অঙ্গীকার করা হয়েছে, তার মাত্র ৪৮ ঘণ্টাও অতিবাহিত না হতেই মন্ত্রীর পরিবহণ খাতের ক্যানসার চাঁদাবাজির সুরক্ষাপ্রয়াসী এ মন্তব্য খুবই হতাশাজনক। এর মাধ্যমে পরিবহণ মন্ত্রী তার নিজ দলের নির্বাচনি ইশতেহারে প্রদত্ত অঙ্গীকার ও সরকার প্রধানের দুর্নীতিবিরোধী দৃঢ় অবস্থানকে বিব্রতকরভাবে অবমূল্যায়ন করেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬ আসাদ)

ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক জোরদারের আশা জয়সওয়ালের

ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যকার বহুমাত্রিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে ভারত। আজ শুক্রবার সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচনে বিএনপির বিজয়ের পরপরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি জানান, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর একটি চিঠি তারেক রহমানের কাছে হস্তান্তর করেন। জয়সওয়াল বলেন, ওই চিঠিতে একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশকে সমর্থন করার প্রতি ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই দেশের উষ্ণ ও ঐতিহাসিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও বিস্তৃত করার প্রত্যাশাও জানানো হয়েছে। সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ-ভারত ভিসা কার্যক্রম নিয়েও কথা বলেন ভারতীয় মুখপাত্র। তিনি জানান, এ সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবে নয়াদিল্লি। বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর দুই দেশের ভিসা কার্যক্রমেও গতি ফিরতে শুরু করেছে। আজ শুক্রবার থেকে দিল্লিতে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ভিসা দেওয়া শুরু করেছে বাংলাদেশ হাইকমিশন। এর আগে, সিলেটে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার অনিরুদ্ধ দাস জানান, সব ধরনের ভারতীয় ভিসা প্রক্রিয়া শিগ্‌গির `স্বাভাবিক পর্যায়ে, ফিরে আসবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬ আসাদ)

তারেক রহমানকে টেলিফোনে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে টেলিফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। শুক্রবার বিকেল ৩টায় বাংলাদেশ সরকারের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। টেলিফোনে আলাপকালে বাংলাদেশের সঙ্গে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করবেন বলে জানান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। এ সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে ধন্যবাদ জানান। এই দুই নেতা দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬ আসাদ)

প্রধানমন্ত্রীর ৮ উপদেষ্টার দপ্তর বণ্টন

মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর আটজন উপদেষ্টাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেছে সরকার। শুক্রবার দপ্তর বণ্টন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। মন্ত্রী পদমর্যাদার পাঁচজন উপদেষ্টার মধ্যে তিনজনকে রাজনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এরা হলেন- মীর্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ, নজরুল ইসলাম খান ও রুহুল কবীর রিজভী আহমেদ। মন্ত্রী পদমর্যাদার উপদেষ্টা মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ জনপ্রশাসন ও রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন। প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার তিনজন উপদেষ্টাকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন- ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.)

শামসুল ইসলামকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, মাহদী আমিনকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, রেহান আসিফ আসাদকে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৬ আসাদ)

রেডিও টুডে

শ্রদ্ধা জানাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের মানুষের ঢল

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালন করা হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান একুশের প্রথম প্রহরে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। পুষ্পস্তবক অর্পণের পাশাপাশি, দোয়া ও মোনাজাতে ১৯৫২ থেকে ২০২৪-এর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সরকারের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিরা। ১৯৫২ সালের এই দিনে মাতৃভাষার জন্য অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন জাতির বীর সন্তানরা। একুশের প্রথম প্রহরে, রাত ১২টা ১ মিনিট থেকেই সারাদেশের সব শহীদ মিনারে ঢল নামে মানুষের। এদিকে, একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে শহীদ মিনারে আসেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এসময় তিনি শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে শ্রদ্ধা জানান ভাষা শহীদদের প্রতি। এরপর শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ৫২-এর অকুতোভয় বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিন বাহিনী প্রধান। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জামায়াত আমির ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন ১১ দলীয় জোটের সংসদ সদস্যরাও। আর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। খালি পায়ে, হাতে গুচ্ছ ফুল নিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা জানাতে শহীদ বেদীতে ভিড় করেন সাধারণ মানুষ।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২১.০২.২০২৬ আসাদ)

BBC

TRUMP SAYS WORLD HAS 10 DAYS TO SEE IF IRAN AGREES DEAL OR 'BAD THINGS HAPPEN'

US President Donald Trump says the world will find out "over the next, probably, 10 days" whether the US will reach a deal with Iran or take military action. At the first meeting of his Board of Peace in Washington DC, Trump said of negotiations with the Islamic Republic about its nuclear programme: "We have to make a meaningful deal otherwise bad things happen." In recent days, the US has surged military forces to the Middle East, while progress was reported at talks between American and Iranian negotiations in Switzerland. The Iranian government has told the UN Secretary-General that it will regard US bases in the region as legitimate targets if used in any military aggression against Iran.
(BBC News Web Page: 20/02/26, FARUK)

VENEZUELAN OPPOSITION POLITICIAN RELEASED AFTER AMNESTY LAW PASSED

Venezuelan opposition politician Juan Pablo Guanipa has announced on social media that he has been freed after "almost nine months of unjust imprisonment". His comments come shortly after the country's interim President, Delcy Rodriguez, signed an amnesty bill approved by its National Assembly that could lead to the release of hundreds of political prisoners. Rodriguez's interim government has faced pressure from the US to speed up the release of Venezuela's remaining political prisoners after delays to the law. However, Guanipa described the bill as a "flawed document" that excludes many Venezuelans who remain "unjustly" behind bars. (BBC News Web Page: 20/02/26, FARUK)

HAMAS HOLDS VOTE TO CHOOSE NEW INTERIM LEADER: SOURCE

Hamas is holding an election for a new interim leader, a senior Palestinian official familiar with the armed group's affairs has told the BBC. Voting is taking place across Gaza, the occupied West Bank and among Hamas's members elsewhere. The outcome may signal which direction the movement intends to take - particularly as the US and other mediators discuss post-war governance of Gaza, reconstruction efforts and the future status of armed groups there. The elections come after most of Hamas's senior leadership were killed in Israeli strikes following the group's 7 October 2023 attacks on Israel, in which about 1,200 people were killed and 251 others taken hostage. (BBC News Web Page: 20/02/26, FARUK)

MOTHER & INFANT BURNT TO DEATH IN JHARKHAND OVER WITCHCRAFT ALLEGATIONS

Four people have been arrested in the eastern Indian state of Jharkhand for allegedly burning to death a woman and her 10-month-old son on suspicion of practising witchcraft earlier this week. The woman's husband, who was also attacked, suffered severe burns and is in hospital. Police say they are searching for more people who may be involved. The accused are in custody and haven't commented publicly yet. According to the National Crime Records Bureau, more than 2,500 people, mostly women, were killed in India on suspicion of witchcraft between 2000 and 2016. (BBC News Web Page: 20/02/26, FARUK)

TRUMP'S BOARD OF PEACE MEMBERS PLEDGE $7BN IN GAZA RELIEF

Several countries which have signed up to Donald Trump's Board of Peace have contributed more than $7bn towards a Gaza "relief package", the US president has said. Trump made the announcement during the first meeting of the organization that many of US's Western allies have refused to join, fearing the body originally meant to help end the war between Israel and Hamas may be intended to replace the UN. The second phase of a US-brokered Gaza ceasefire plan includes the disarmament of Hamas and the reconstruction of Gaza. It "looks like" Hamas would disarm, Trump told participants. However, there are few signs of the Palestinian group disarming. Gazans say it is extending its control over the Strip.
(BBC News Web Page: 20/02/26, FARUK)

ISRAEL BLOCKS PALESTINIANS FROM ATTENDING RAMADAN FRIDAY PRAYERS AT AL-AQSA

Israel is severely restricting Palestinians access to the Al-Aqsa Mosque compound in occupied East Jerusalem for the first Friday prayers of Ramadan, with many hundreds queueing at the Qalandiya checkpoint near Ramallah, hoping and waiting to get in. But Israeli authorities said on Friday they would allow no more than 10,000 Palestinians from the occupied West Bank into one of Islam's holiest sites for the day, and only with permits - a fraction of the number who have visited to mark the occasion in previous years. Only children under the age of 12, men over 55, and women 50 years or older are eligible. Israel's Channel 12 reported that only about 2,000 Palestinians were able to cross through the Qalandiya checkpoint towards Jerusalem by the morning, amid a state of Israeli military high alert at checkpoints separating the West Bank and East Jerusalem.
(BBC News Web Page: 20/02/26, FARUK)

INDONESIA, MOROCCO, KOSOVO AMONG FIVE COUNTRIES TO SEND TROOPS UNDER GAZA PLAN

Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo and Albania have pledged to send troops to Gaza, the commander of a newly created International Stabilization Force (ISF) has said during a meeting of United States President Donald Trump's so-called Board of Peace. US Army General Jasper Jeffers, who has been appointed as the head of a future Gaza stabilization force by Trump's board, said on Thursday that the Indonesian contingent to the mission has "accepted the position of deputy commander". "With these first steps, we will help bring the security that Gaza needs," Jeffers said during a meeting of the board in Washington, DC. (BBC News Web Page: 20/02/26, FARUK)

MAJOR ROAD CRASH LEAVES 18 DEAD, 3 INJURED IN NORTHERN EGYPT

A collision between a truck and a passenger pick-up in Egypt's northeastern Port Said province has left 18 people dead, mostly fishermen, and three others injured, according to reports. The crash at approximately 12:30pm local time on Thursday occurred on the 30 June Axis highway, to the south of Port Said, according to Egypt's state-run Al-Ahram newspaper. Survivors of the collision are being treated in hospital, and public prosecutors have launched an investigation into the circumstances of the accident, according to Al-Ahram. (BBC News Web Page: 20/02/26, FARUK)

:: THE END ::